তিন্তিড়ী

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরিয়েন্ট সংস্করণ : ১৯৫৭

চিত্রশিল্পী
শ্রীধীরেন বল

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
শ্রীকালী প্রেস
৬৭, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

প্রকাশক :
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর :
শ্রীপরমানন্দ সিংহ রায়
শ্রীকালী প্রেস
৬৭, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

বাঁধাই :
মডার্ন বুক বাইণ্ডার্স
কলিকাতা ৬

দাম :
দুই টাকা

ছেলেবেলায় শ্রদ্ধেয় ৺সুকুমার রায়ের কবিতাগুলি
আমাকে আনন্দ দিয়াছে। 'তিন্তিড়ী' তাঁহারই
প্রবর্তিত 'খেয়ালরসের' বই। ইহা ছোটদের
জন্য রচিত, আশা করি প্রবীণ পাঠক ইহার মধ্যে
তত্ত্বকথা খুঁজিবেন না। ইহার কতকগুলি কবিতা
'মৌচাক' ও অন্যান্য মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

তিন্তিড়ী তিনযুগে আজগুবি স্বষ্টি ;
বুড়োদের টক লাগে, ছেলেদের মিষ্টি !
বোকাদের ধোঁকা লাগে, শোঁকা শুধু হয় সার।
খোকাদের মজা—পেলে আনা কয় পয়সার।
মোট কথা দেখলেই আর নেই রক্ষে,
কারো ঝরে জিভে জল, কারো জল চক্ষে।

তিন্তিড়ী

এক যে শেয়াল,—খেয়াল তাহার পারিনে আয় লিখতে।
ঘাটাল থেকে নাটাল গেল কাঁঠাল খাওয়া শিখতে।
কাঁঠাল সেথায় মেলেই নাকো, আসতে যেতেই দেউলে।
রইল না আর তফাৎ কিছু শেয়ালে আর নেউলে।

ততো
নষ্ট
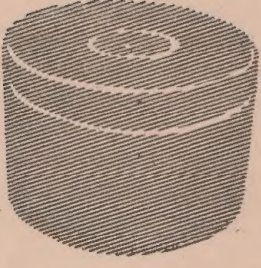
রামমণি মোক্তার, আহা কিবা শোক তার!
ট্রেনেতে হারিয়ে গেছে কৌটোটি দোক্তার।
বুড়ী তার গিন্নী মানিয়াছে সিন্নী,
পতির বিপদ দেখে চড়ে গেছে রোখ তার।
দু' ছটাক সরষে পিষে নিয়ে জোর্‌সে
মেখে নিল রামমণি স্ত্রীর পরামর্শে।
মাংসের ঝোল খেয়ে কাংস্যের পাত্রে
দশ সের নস্যের সেঁক নিল রাত্রে।

বন্ধুরা বলে, "বাপু, চাও যদি বাঁচিতে
চটি পরে চট্ পট্ চলে যাও রাঁচীতে।
খাঁড়ি মুসুরের ডাল হাঁড়ি করে খেয়ো না,
দাঁড়ি-পাল্লায় চেপে কারো বাড়ী যেয়ো না।
সাড়ী পরে হেঁচো না, গাড়ী চড়ে নেচো না,
কিনো না মটরশুঁটি, পুঁটিমাছ বেচো না।
এইরূপে চেপে চুপে থাকো দেখি মাস তিন।
ঠিক দেখো ফেটে যাবে কামিজের আস্তিন।"
কেহ বলে, "উঁহু, উঁহু, গেঁটে বাত ধরবে,
যদি বা বাঁচতে কিছু, একেবারে মরবে।
তার চেয়ে কথা শোনো,—সোজা পথ বাৎলাই,
মোজা পরে কিনে আনো তাজা দু'টো কাৎলাই।
পিঁড়ে পেতে চিঁড়ে দিয়ে খাও তাই পুড়িয়ে,
কাঁচপোকা পাঁচপোয়া দিয়ো তাতে গুঁড়িয়ে।
কাসি পেলে হাঁচবে, ঘুম পেলে নাচবে।
তিন মাস করে দেখো, ঘরে বসে বাঁচবে।"

কেহ বলে, "শোনো কথা, চাও যদি রক্ষা
দক্ষিণে চলে যাও, নয় হবে যক্ষ্মা।
সাগরের ধারে থেকো হা'-ঘরের তাঁবুতে,
কোজাগরে কচি শাঁখ সাঁৎলিয়ে সাবুতে
নুনিয়ার টুপি করে চুপি চুপি খাইও,
নীচু চোখে কিছুদিন পিছু হটে যাইও।
ফণি-মনসার কাঁটা বাটা খেয়ো দুকুরে,
ঝাঁটা মেরো পাঁটা পেলে,—চাঁটা মেরো কুকুরে।
কেহ বলে, "কাজ নেই অতদূর আগিয়ে,
উত্তরে চলে যাও, দক্ষিণে না গিয়ে।
কাৎ হয়ে দাঁত মেজো হাত দিয়ে হাঁটুতে,
রাতকানা মাছ ভেজো সাতখানা চাটুতে।
মিছামিছি পিছায়ো না,—বেঁধে ফেল বিছানা।
সাড়ে ষোলো মণ নিয়ো ঘাড়ে করে ঘি ছানা।
উল দিয়ে ফুলকপি বেঁধে রেখো ভুঁড়িতে,
সব দোষ কেটে যাবে দেখো তিন তুড়িতে।"

"সস্ত্যেন করো"—বলে বাবা তার বৃদ্ধ।
পিসি বলে, "খেতে হবে সিম পাতা সিদ্ধ।"
থাকোরাম ডাক্তার, ইয়া বড় নাক তার,
সে বলে সারিয়ে দেবে, ভিজিট মেটাক তার।
নানা জনে মানা করে ঘুমাতে ও খাইতে।
শেষে হল রামমণি গ্রামছাড়া তাইতে।
শালপাতে ডালভাতে খেয়ে গেল শালখে।
আলবাৎ বেঁচে আছে, খুঁজে দেখো কালকে।
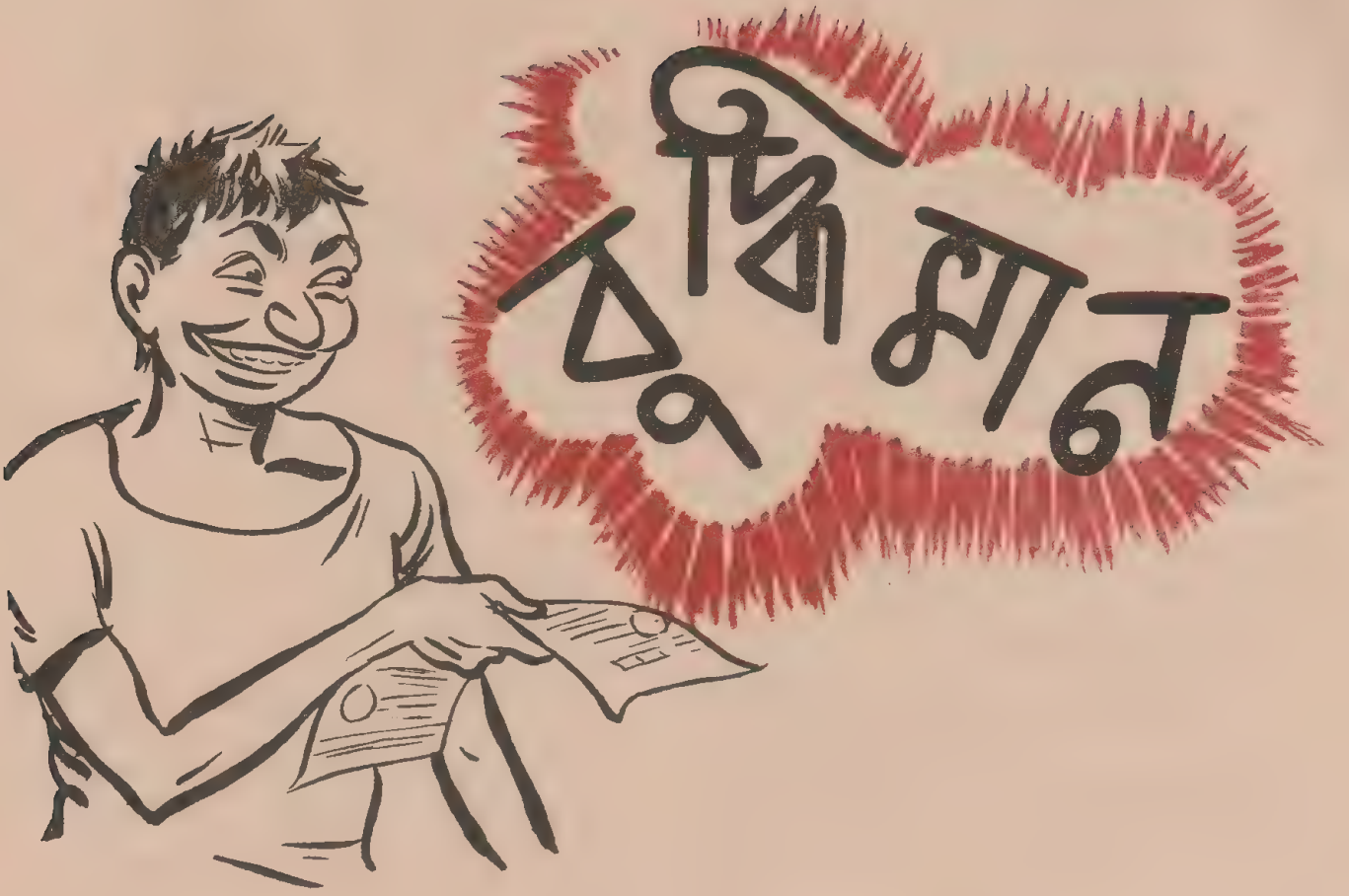
শেষটাতে বলে গেল কেষ্ট পিসে—
"গোষ্ঠারে পাঠিয়ো না পোষ্ট্ অফিসে।
রাস্ক্যাল পোষ্ট্ কার্ড আনতে গিয়ে।
মনি-অর্ডারের ফর্ম এসেছে নিয়ে।
ডাকের সময় গেল—করিব কি যে!"
এই বলে পিসে মোর ছুটিল নিজে।
জরুরী খবর—হবে 'তারে' পাঠাতে।
হয়রানি, দণ্ড সে একই সাথে।

রেগে মেগে গোষ্ঠারে পাঠানু ডাকি,
তেড়ে মেড়ে বলিলাম রাঙায়ে আঁখি,
"যে কাজে পাঠাব তোরে, লক্ষ্মীছাড়া,
পণ্ড করিবি তাই এমনি ধারা ?
সোজা কথা বোঝো নাকো,—বুদ্ধি বাঁকা।
মাইনে কাটিনু তোর একটি টাকা।
পিসে দিলে পোষ্ট্ কার্ড আনতে তোরে,
ফর্ম কেন নিয়ে এলি বল্ তা মোরে।"

গোষ্ঠা কষ্টে কয় কাতর ভাষে,
"কার্ডের ভারী দাম ফাগুন মাসে।
টুকরো কাগজ,—তিন পয়সা বলে;
দরদস্তুর করে আসিনু চলে।
বিনা পয়সায় শেষে এনেছি ও যে,
চিঠি যায় টাকা যায় এক কাগজে।
জেনে শুনে ঠকে এলে কারো নিকটে
লোকসান তোমাদেরি হত তো বটে?
যার তরে করি চুরি সেই বলে চোর!
কারো দোষ নয় বাবু, ভাগ্য এ মোর।"
হিসেবী চাকর তাতে সন্দেহ নাই।
এরে নিয়ে কি করিব বল তো সবাই?

কোষ্ঠীর ফল

পাঁচুড়ের বাঁচুরাম বাঁচা তার মিথ্যে,
মোটা লোক দেখলেই জ্বলে যায় চিত্তে।
দেহখানি পাটকাঠি মুখখানি সূক্ষ্ম ;
সেই নিয়ে বেচারীর মনে ভারী দুঃখ।
ছোটো-বেলা গণকেতে দেখে তার কোষ্ঠী
বলেছিল মোটা হবে ক্ষীণ দেহ-যষ্টি।
সে কথাটি প্রাণে বুঝি আজো আছে বিঁধিয়ে,
বাঁচু তাই দুই বেলা ভাত খায় ঘি দিয়ে।
ডাক্তার দেখলেই পাছু পাছু ধায় সে,
কাঁচুমাচু মুখ করে বড়ি গুঁড়ো খায় সে।
আগুনের আঁচে পাছে আরো যায় শুকিয়ে
হেঁসেলে ঢোকে না তাই, দিনে থাকে লুকিয়ে।
কতখানি মোটা হল রোজ দেখে আয়নায়।
দেশে লোক বাঁচে নাকো হেসে তার বায়নায়।
পাচুড়ের বাঁচু ঘোষ—মুখখানি ছুঁচলো,
এতদিনে বেচারার মনোব্যথা ঘুচলো।

পথে যেতে দেখি আজ মহা ভিড় দরজায়,
বাঁচুরাম কাঁদে আর থেকে থেকে গরজায়।
কিবা তার গড়াগড়ি, কিবা তার নাচনি !
রাতারাতি ইয়া মোটা হয়ে গেছে বাছনি !

যত বলি, "কি হয়েছে বলনা রে, দুত্তোর।"
বাঁচুরাম নাচে খালি, নাই কোনো উত্তর।
শেষটাতে জানলাম জেরা করে লোককে
কুষ্ঠি ফলেছে শুধু। তাই বলি, রক্ষে !
ভোর রাতে গুড় খেতে বুঝলে [illegible] তামরা—
হাঁড়ি ঘিরে বসে ছিল এক ব[illegible]মরা।—

ভোমরা কি মৌমাছি,—কিংবা সে বোলতাই।
বেশ করে কাম্‌ড়েছে, তাই হেন খোলতাই।
কামড়েছে ভা'য়ে তার, কামড়েছে মামাকে ;
আর কিছু আগে গেলে কামড়াতো আমাকে।
মোটা হল বাঁচু ঘোষ, আর তার গুষ্ঠি।
তবে নাকি আর কেউ মানো নাকো কুষ্ঠি ?

বড়মানুষের বাক্স

ছেদীলাল এল কাল চাল মারিতে,—
দিদি তার ডাল রাখে আলমারিতে।
“দাম তার কত আর?” বললে শ্রীদাম,
“সেটাতে তো আমরাই ঘুঁটে রাখিতাম।”
সিদ্ধু পাল বলে, “ছিদ্দু, বোকো না মেলা,
হত তাতে আমাদের ওঁচ্‌লা ফেলা।
আবলুস কাঠ বটে, আঁস্তাকুড়ে
প’চে শেষে গছিয়েছে ঘাস তা ফুঁড়ে।
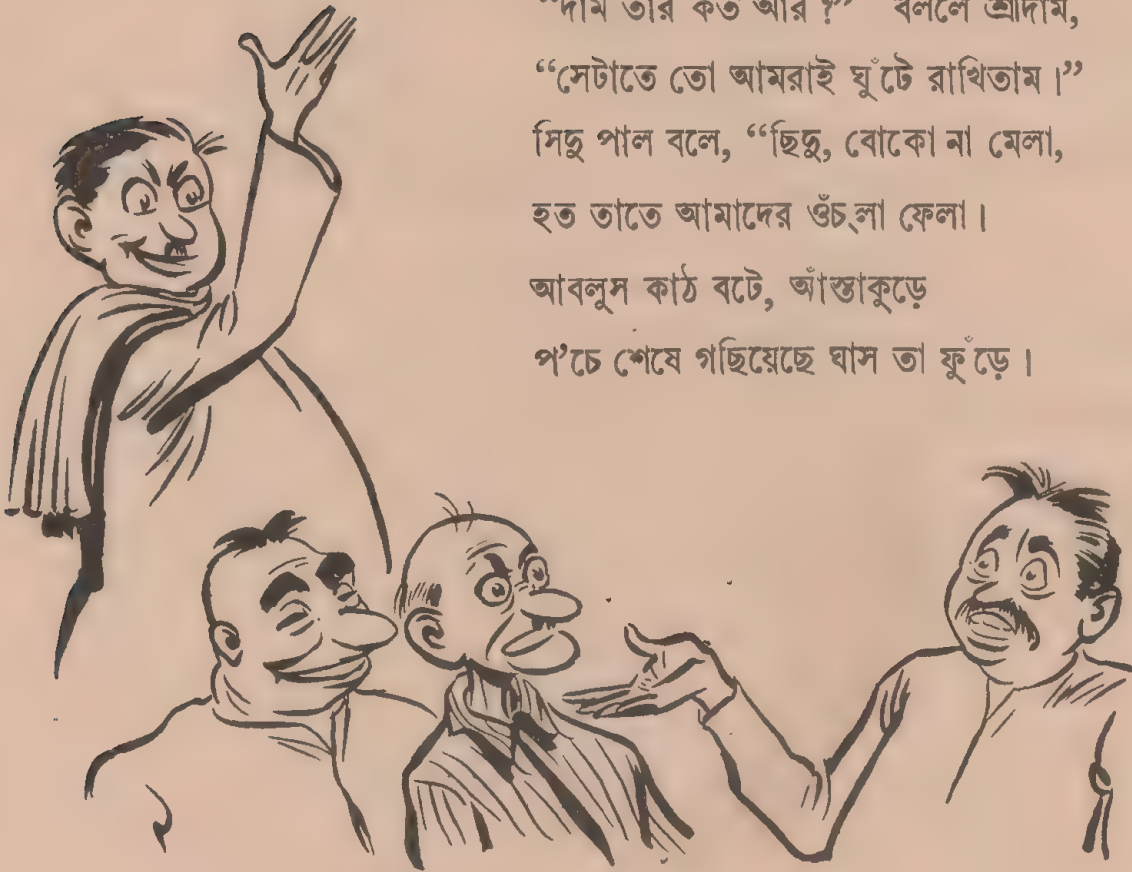
গুপী গেল চুপি চুপি নিয়ে যে তুলে,
দেখলাম ছ' তলার জানলা খুলে।"
ভজা কয়, "কথা শুনে লজ্জা করে!
ছ' তলায় থাকে যত দাসী চাকরে।
হাওয়া নেই,—আলো নেই,—স্যাঁতানি—লোনা;
যা বলেছ, কারো কাছে আর বোলো না।
কার্পেট ফুঁড়ে ড্যাম্প্ জুতোতে ওঠে।
আঠারোতলার নীচে নামিনে মোটে।"

হেনকালে আড্ডায় টিপ্রি নিভে,
গাঁঠে কারো কড়ি নেই—তেল কিনিবে।
পথে তাই সুরু হল গ্যাস্লাইটে—
কারা কত বড়লোক ডাকসাইটে।

ভাগলপুরের পাগল গাজী ছাগল বেচে খায়,
একটি করে পুষ্ট পাঁঠা পাঁচটি টাকা পায়।
এমনি ধারা ষাটটা বছর হল যখন পার,
বাজার ক্রমে মন্দা হল, পেট চালানো ভার।
সারা দুপুর হাটে বাটে মিথ্যে ঘুরে রাতে
পাগল সেদিন ছাগল বেঁধে দাওয়ায় মাদুর পাতে।
ক্লান্তদেহে যেমনি শোয়া, অমনি এল ঘুম।
স্বপ্ন দেখে—দত্তবাড়ী কালীপূজোর ধুম!

মেজবাবুর গাড়ী এসে লাগল তারি দ্বারে।
পাগল গাজী ব্যস্ত হয়ে সেলাম দিল তাঁরে।
বাবু বলেন, "পাগল, আমার বলির পাঁঠা চাই,
কত করে দাম বলে দাও, সময় বেশী নাই।"

পাগল বলে, "হুজুর এলেন অনেক ভাগ্যক্রমে,
একটা পাঁঠাও নেইকো আমার আটটা টাকার কমে।"
বাবু বলেন, "ঠাট্টা রাখো, ঠিক কি নেবে বলো?"
পাগল বলে, "আচ্ছা, নে যান,—সাড়ে সাতেই হলো।"

বাবু বলেন, "ঐ পাঁঠাটা চার টাকাতে চাই।"
পাগল বলে, "কম হবে না সাত থেকে এক পাই।
'বৌনি' বেলা,—বাবু সাহেব, তর্ক করেন মিছে।
খোদার কসম ছাড়ব নাকো সাতটি টাকার নীচে।"
বাবু বলেন, "ঐ তো পাঁঠা—শুঁটকো, বুড়ো, রোগা।"
পাগল বলে, "অ্যায়সা পাঁঠা না হুয়া, না হোগা।"
ভাবে মনে বাবুর এখন বেজায় তাড়াতাড়ি,
দুপুর রোদে খুঁজতে পাঁঠা যাবে বা কার বাড়ী।
বাবু বলেন, "পাগল, তোমার দাম যে গলা-কাটা।
পাঁচটা টাকায় হয় তো বলো, নয় তো থাকুক পাঁঠা।"

পাগল তখন ব্যঙ্গ করে উচ্চ হেসে উঠে।
শব্দেতে ঘুম ভেঙে গেল, স্বপ্ন গেল ছুটে।
কোথায় বাবু, কোথায় পাঁঠা, কোথায় পরিহাস!
কোথায় বা কার কালীপূজো? সবে বোশেখ মাস!
শূন্য পেটের জ্বালায় তখন ক্ষুণ্ণ হয়ে খুবই
পাগল ভাবে হয়ে গেছে বেজায় বেয়াকুবী।
চোখটি বুজে হাতটি পেতে চেঁচিয়ে ডাকে গাজী,
"আসুন বাবু, তাই দিয়ে যান, পাঁচ টাকাতেই রাজী।"

নাটোরে

হাঁটো ভাই হাঁটো রে, যেতে হবে নাটোরে ;
খাটো করে কাটো চুল, দাড়ি গোঁফ ছাঁটো রে।
সে দেশেতে কানে নাকি পায় সবে শুনতে।
ঢাকী নাকি ডাকে নাকো ধুতি সাড়ী বুনতে!
লোক বড় ধড়িবাজ, কড়িকাঠ খায় না!
বড়ি দিতে ছাতে যায়, পুকুরেতে যায় না!
সে দেশেতে ভাত খেয়ে চায় সবে আঁচাতে!
গোয়ালেতে গরু রাখে, পাখী রাখে খাঁচাতে!
নুন দেয় ব্যান্নে, চুন দেয় দেয়ালে।
সে দেশেতে গাড়ী নাকি টানে নাকো শেয়ালে!
রাত্রে ঘুমোতে কেউ করে না আপত্তি!
চলো ভাই দেখে আসি, মিথ্যে না সত্যি।

পুঁটিমাছ

গুটিকত পুঁটিমাছ ঝুঁটি ধরে আন।
ঝুঁটি নাই ? তবে তাই। আছে তো রে কান ?
কান নাই ? হাত আছে ? হাত নাই ? ডানা ?
তাও নাই ? বাজে কথা। জেলেবাড়ী যা না।
জেনে আয়, কী টানিলে পুঁটিমাছ আসে,
খুঁটি পুঁতে বেঁধে দিলে চরে কি না ঘাসে।
ফুটি খেতে দিলে তারে রোদ্দুরে রেখে
কতদিনে গান গায়,—‘অ আ ক খ’ শেখে ?
জেনে নিতে ভালো করে যাসনেকো ভুলে—
কতদিনে চুরি করে সিন্দুক খুলে।
বাঁকা চোখে চায় আর হাসে ফিক ফিক
তার আগে দূর করে দেব সবে ঠিক।

টিয়াপাখী কথা কয়, বাজপাখী কয় না।
তালগাছে গুড় হয়, শালগাছে হয় না।
ধান হয় মাঠে বিলে, পানিফল পুকুরে।
গুঁতো মারে গরু মোষে, কামড়ায় কুকুরে।
মৌমাছি চাক বেঁধে মধু রাখে ভরিয়া,
মাছি করে জ্বালাতন ভন ভন করিয়া।
বিধাতার খেয়ালের পাইনেকো অন্ত,
হরিণের শিং বড়,—হস্তীর দন্ত।
অশ্বের ক্ষুরে বল,—ব্যাঘ্রের থাবাতে,
হাঁস পারে ভাসতে ও হনুমান লাফাতে।
আম থাকে ঊর্ধ্বেতে ডাল হতে ঝুলিয়া,
আলু মূলো খেতে হয় মাটি খুঁড়ে তুলিয়া।
পশু থাকে লোমে ঢাকা,—পাখী ঢাকা পালকে,
সজারু সে কাঁটা-ঢাকা,—বলো দেখি ভালো কে ?
সাপ কেন বুকে হাঁটে,—জলে ভাসে মৎস্য,—
পাখী কেন উড়ে চলে,—বলো দেখি বৎস ?

বাঁশ কেন কাঠ হেন ? আখ কেন মিষ্ট ?
কিছুতেই বুঝিনেকো,—এমনি অদৃষ্ট !
ফলে কেন পেট ভরে, ফুলে ছোটে গন্ধ,—
যত ভাবি তত মোর লেগে যায় ধন্ধ ।
বক কেন সাদা হেন ? কালো কেন ভোমরা ?
রাঙা কেন জবাফুল বলো দেখি তোমরা ?
বড় কথা ছেড়ে দাও,—মানুষেরি কার্য ;
কোথা থেকে কি যে হলো নাই বোঝবার যো !
পথে কেন হাঁটে তারা,—জলে কেন সাঁতরায় ?
অফিসেতে বাবু সাজে,—সং সাজে যাত্রায় ?
কাছা কোঁচা, কোট্ প্যাণ্ট্ পুরুষের সজ্জা,
নারী ঢাকে সাড়ী পরে ঘোমটাতে লজ্জা ।
কেউ রাখে দাড়ি গোঁফ,—কেউ ফেলে কামিয়ে ;
কেউ খায় টেবিলেতে,—কেউ ভুঁয়ে নামিয়ে ।
কারো বা কদম-ছাঁট—খোঁপা কারো মস্ত,
কারো তেড়ি, কারো টিকি,—খেয়াল সমস্ত !
গাছ কাটে কাঠুরেতে,—জামা কাটে দরজি,
ফোড়া কাটে ডাক্তারে,—যার যথা মরজি ।
বাড়ী গড়ে মিস্ত্রীতে,—হাঁড়ী গড়ে কুমোরে,
পুঁথি গ'ড়ে পণ্ডিতে ফেটে মরে গুমোরে ।
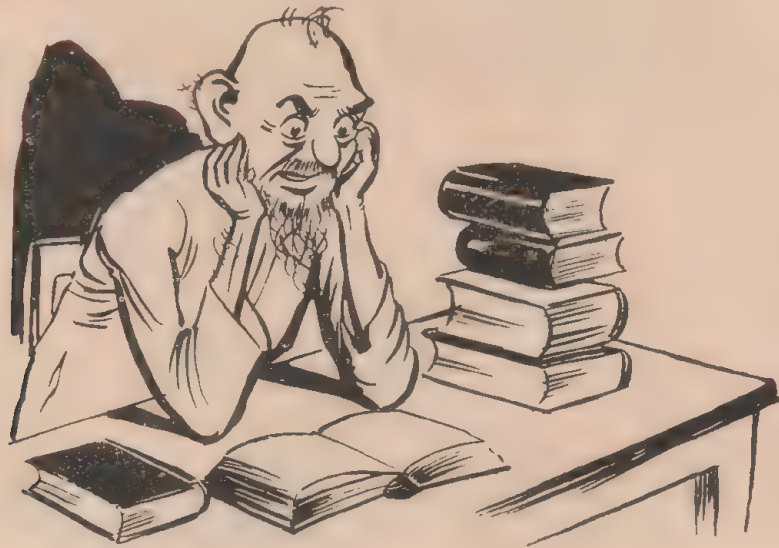
মাটি কেটে ইঁট করে—শাঁখা কেটে শঙ্খ ;
গাছ কেটে সিন্দুক, বাক্স, পালঙ্ক।
তামা থেকে ঘটি বাটি,—লোহা থেকে অস্ত্র,
মুলো থেকে তরকারী,—তুলো থেকে বস্ত্র।
শাকে রাঁধে চচ্চড়ি,—তেঁতুলেতে অম্বল,
মোম থেকে বাতি করে,—লোম থেকে কম্বল।
সোনা থেকে গয়না যে করে,—তার মানে কি ?
খড়ি দিয়ে ছড়ি কেন হয় না, তা জানে কি ?
পান কেন ডাবরে ও ধান কেন গোলাতে ?
ঝাঁটা কেন ফেলে রাখি,—ছেলে রাখি দোলাতে ?
চুল কাটি, নখ কাটি,—চোখ কেন কাটি না ?
মধু কেন চেটে খাই,—কদু কেন চাটি না ?
বই কেন তাকে তুলি,—ফল ফুল ডালাতে ?
দুধ খাই বাটি করে,—ভাত খাই থালাতে ?
জেগে কেন মুখে ডাকি,—নাকে ডাকি ঘুমিয়ে ?
মরে কেন ডাকিনেকো,—বলো দেখি তুমি এ !
কালি কেন দোয়াতে ও জল কেন ঘড়াতে ?
বেণী কেন ফিতে-বাঁধা,—গরু বাঁধা দড়াতে ?
এইমত শত শত,—কত আর বলব ?
মুখে কেন খাব মোরা,—পায়ে কেন চলব ?
খাটে শোওয়া, ঘাটে নাওয়া, বসা কেন আসনে ?
ঝাড়া কেন আসবাব,—মাজা কেন বাসনে ?
যত ভাবি দিনরাত কূল তবু পাইনে,—
চাকরে দেয় না কেন মনিবেরে মাইনে ?
জুতা কেন পায়ে পরে—টুপি পরে মাথাতে ?
ঘোড়া কেন গাড়ী টানে,—মোট বয় গাধাতে ?
মোট কথা—ভেবে ভেবে হইলাম বৃদ্ধ,—
তেলে কেন ভাজা হয়,—জলে হয় সিদ্ধ !

গোড়ায় গলদ

যদু খাবে কদুর বোঁটা তাই বলে সে লাফায়।
কেমন করে কাটবে বোঁটা, বঁটি যদি না পায় ?
বৌ যদি না থাকে,
বিয়ে করবে কাকে ?

রাম তাঁতি গাঁতিদার, লোক নয় মন্দ,
ছাতিটিরে দুপুরেতে করে রাখে বন্ধ।
পাতিলেবু খেয়ে তার নাতি হল ধূর্ত,
পকেটেতে জাঁতিকল পেতে পথে ঘুরতো।
লাটু মেটে গাঁট কাটা শিখেছিল টাট্‌কা,
হাত দিতে পকেটেতে পড়ে গেল আট্‌কা।
ডাক ছেড়ে কাঁদে লাটু—"গেছি বাবা, মরেছি!"
বাঁটু তাঁতি বলে, "ব্যাটা, এইবারে ধরেছি!"
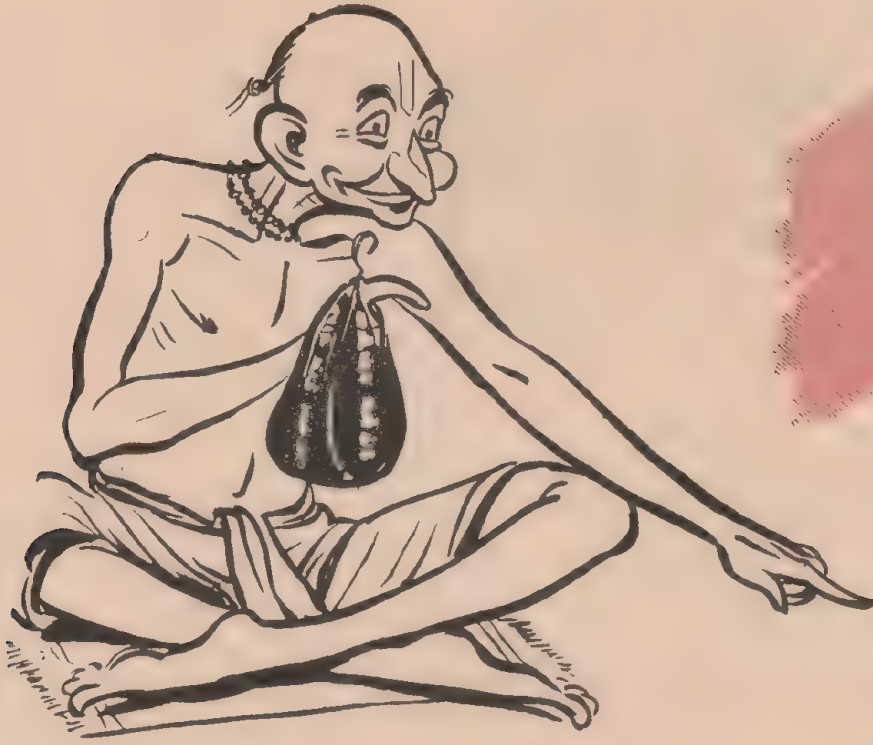
রাম বসে মালা জপে, দেখে বলে, "আহা রে!
কদাচিৎ মনে ব্যথা দিতে নাই কাহারে।
ঠ্যাং দুটো ভেঙে, নয় ঘোল ঢেলে নাইয়ে,
পগারেতে পুঁতে—দিগে ব্যাং দিয়ে খাইয়ে।
বেশী রাগ হয়, নয় চোখ দুটো গেলে দে।
হাতে পায়ে বেঁধে নয় পাংকোতে ফেলে দে।
ছাতু করে দিগে নয় হাতুড়িতে গুঁড়িয়ে।
নুন মেখে নিগে নয় উনুনেতে পুড়িয়ে।
তাই বলে অত করে দিসনেকো কষ্ট,
হাতে ওর লাগছে যে,—দেখছি যে পষ্ট।"

দিদির বাড়ী খিদিরপুরে ? নাম শুনেছ গদার তো ?
জানতো কে ভাই তার ভেতরে এমন ছিল পদার্থ !
ন'দার দাওয়ায় সদাই দেখি পদার সাথে তামাক খায় ।
কামাক বা না কামাক দাড়ি, কামিয়েছে চুল কামাখ্যায় ।
লণ্ঠনেতে ঘণ্টা বেঁধে ছুটতো জানি ঠন্‌ঠনে,
কেমন করে জানবো যে তার জ্ঞানটি এমন টন্‌টনে ?
হঠাৎ শুনি পণ করেছে নাইবে না সে বার্নিশে !
চাইবে না সে মোটর বাইক চড়তে ছাদের কার্নিশে !
বাইবে না সে খেয়ার তরী পিচ্‌-বাঁধানো রাস্তাতে !
দেখতে পেলেই দুধের বাটি ছাড়বে নাকো হাঁস তাতে !
পাড়ায় পাড়ায় রোল উঠেছে, "আজব ব্যাপার—গদার পণ !"
খাবার সময় বাবার থালায় করবে না সে পদার্পণ !
কারো ধানের ভাত খাবে না, প্রতিজ্ঞা তার—চাষীর বাদ !
সাবাস্‌ গদা, থাকুক বেঁচে সবাই করো আশীর্বাদ ।

শোন্ শোন্ ভাই রে, ব্যাং ডাকে বাইরে,
খুঁৎখুঁতে ভূত সব বেরিয়েছে চরতে,
গায়ে কালো আচকান, দশ মুখ, পাঁচ কান,
সাবধান, সামনেতে যাসনেকো মরতে !

পড়ে গেলে চক্ষে আর নেই রক্ষে,
'ভেউ-ভেউ' গলা ধরে কেঁদে দেবে ফুঁপিয়ে।
বলে দেবে "ধরাতে সুখ নেই বরাতে,
ঝোলা-গুড় মেলেনাকো কলাগাছ কুপিয়ে।"

বলবে সে কাঁদিয়ে,   "বেঁচে আছি যা' দিয়ে,
    কিছু নয় মনোমত, খুঁতে ভরা সব যে !
প্যাকাটিতে আঁটি নেই,   পাঁপরেতে মাটি নেই,
    টিয়া পাখী কালো নয়, পেঁচা নয় সবজে !
ইঁদুরের ডানা নেই,   সিঁদুরের ছানা নেই,
    হাঁসেদের আঁশ নেই, ঘাস নেই পুকুরে !
ঘুট্‌ঘুটে আঁধারে   তারা জ্বলে দাদা রে !
    সূয্যিটা মিছে ওঠে খট্‌খটে দুপুরে !
বঁটিগুলো ঝাঁটা নয়,   ঘটিগুলো পাঁটা নয়,
    বিধাতার সৃষ্টি এ সবই কোন্ দিশী মা !
বই দ্যাখো ঝাল নয়,   দই দ্যাখো লাল নয়,
    মই দ্যাখো পাল নয়, সই নয় পিসিমা !
সৃষ্টি কি এর নাম ?   খুরে খুরে পেন্নাম !
    এ বিধাতা চলবে না, মোর বিধি ভেন্ন ।"
এই বলে ছিট্‌কিয়ে,   নাকমুখ সিঁটকিয়ে,
    কেঁদে কেঁদে খুঁটে খুঁটে খাবে ছুটি কেন্নো !
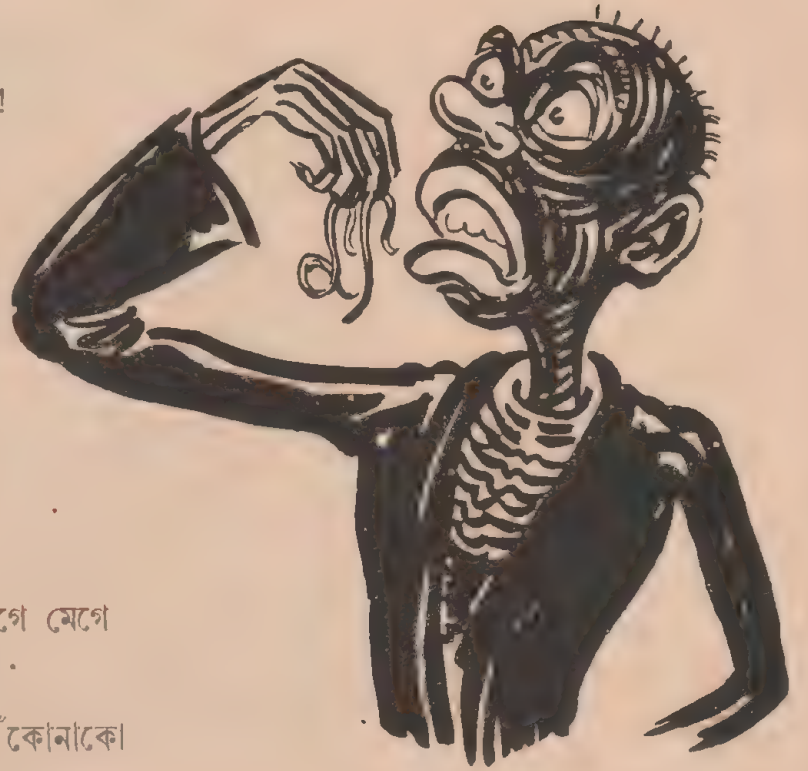
হাওয়া তার গায়ে লেগে   দেখো বাপু রেগে মেগে
    তুমি যেন তার মতো ধ'রোনাকো বায়না,
এখোগুড় মেখোনাকো,   টেকো মাথা সেঁকোনাকো
    যাই পাক,—দেখো যেন খুঁৎখুঁতে পায় না ।

আমড়ায় কামড়ায় কেউ কভু জানতে ?
দেখে এসো 'বামড়া'র পশ্চিম প্রান্তে।
গ্রামটার নামটা তো পড়ছে না মনেতে !
সেটা তুমি খুঁজে নিয়ো, তারি এক কোণেতে,
পূর্বে কি উত্তরে—কোন্ কোণে ঠিক নেই,
হাঁসে খায় তালশাঁস, তার পরে দিক নেই।
যে দিকেতে মন চায় সেই দিকে চলতে
ধঞ্চের ক্ষেত পাবে, ভুলে গেছি বলতে,
পথে যদি দীঘি পড়ে পাশ দিয়ে যেয়ো না,
সোজাসুজি সাঁতরাবে, কারো পানে চেয়ো না।
কাৎলার মাৎলামি পড়ে যদি চক্ষে
সাত ঢোঁক জল খেয়ো, বোলোনাকো লোককে।
ঠিক ঠিক শুনে যাও—গুনে গুনে পা ফেলো,
মুখে বোলো 'ডিগ্ ডিগ !' দেখ যদি বাফেলো।
'বাফেলো' কি বুঝলে না ? মোষ বাপু বোঝো তো।
আদা খেয়ে কাদা পায়ে বাদাবনে খোঁজো তো
দু'মাসে বা ছ'মাসেতে পাবে তারে দেখতে।
মোট কথা বাঁয়ে গিয়ে ডানদিকে বেঁকতে

পাবে ক'টা চালা ঘর, উড়ে গেছে চাল তার,
তারি পাশে বেড়া ঘেরা ন্যাড়া গাছ চালতার।
সেইখানে আমড়ার বন ছিল পূর্বে,
আজকাল আছে এক বুড়ো বট, ঘুরবে
চারিদিকে তারি তুমি। সাপ আর বিচ্ছু
কিল্‌বিল্‌ করে বটে, বলবে না কিচ্ছু।
ঘুরে ঘুরে মাথা ক্রমে ঘুরে যাবে, তেষ্টায়
ছাতি ক্রমে ফেটে যাবে, দেখা পাবে শেষটায়
ঠক্‌ঠকে বুড়ীটির। কোটরের ভেতরে
কানা কালা বসে আছে, ঝাল বলে 'তেতো'রে।
সে তোমারে খোঁজ দেবে খড়ি পেতে গুনিয়া—
আমড়ায় কামড়ায় কিনা এস শুনিয়া।

বার্ষিক সংবাদ

চোদ্দোই বৈশাখ কইমাছে পুঁইশাক শৈলর লেগেছিল পান্‌সে।
জ্যৈষ্ঠের পয়লায় হ'ল হারু গয়লায় এণ্ট্রান্স্ পাশ তেরো চান্সে।
এগারোই আষাঢ়ই হাঁসারাম কাঁসারী বাসা তার বদলেছে সত্যি।
সতেরোই শ্রাবণে রায়েদের রাবণে মা বোনেতে রেঁধে দিল পথ্যি।
চোদ্দোই ভাদ্দর চালকুমড়োর দর লালগাঁয়ে গিয়েছিল বাড়িয়ে।
আশ্বিন একুশে, বোসেদের ফেকু সে একবার হেঁচেছিল দাঁড়িয়ে।
এক্‌ত্রিশে কার্তিকে তাকিয়ে কাকার দিকে কালাচাঁদ কালাকাঁদ খাইল।
আঠারোই অঘ্রাণে ব্যাঘ্রের সুঘ্রাণে আলিপুর পশুশালা ছাইল।
পনেরোই পৌষে বেনেদের বৌ সে মৌমাছি পুষেছিল 'সরাতে'।
মাঘমাসে তিরিশে মনি মিস্তিরী সে শান দিল গিরিশের করাতে।
উনত্রিশে ফাগুনে ফাগুলাল না গুনে দুধে দেছে হাত। কয় দম্বল।
চব্বিশে চৈত্র চারুলাল মৈত্র চেখেছেন চাল্‌তার অম্বল।

গোসা

ঘোষালের গোসা হ'লে কোশাকুশি ঘাড়ে বাঁধে;
খ্যাঁসারির খোসা দিয়ে মশারির মশা রাঁধে।
পাষা তার গোসাপেরে মশালেতে সেঁকে রাখে;
গোশালার দরজায় ধোসা গায়ে বসে থাকে।

দয়াল ঢাকীর গোয়াল ঘরে ময়াল পাখীর বাসা,
বোয়াল মাছের চোয়াল দিয়ে জোয়াল টানে খাসা।
ময়াল বুঝি পাখী নয় ?
দয়াল তবে ঢাকী নয়।
দয়াল বাপ, ময়াল সাপ খাস্‌নে ।
রয়্যাল রীডার পড়্‌না বসে কিনে দেবো 'পাঁস্‌নে'।

গাঁদাফুল হাঁদা ভারি, একেবারে হলদে,
গোলাপের মতো হ'ত ভাত খেলে ঝোল দে।
ভালুকের শিং হ'লে সিংহলে যাইত,
শালুকের ডিঙী চড়ে শিঙীমাছ খাইত।
শাঁকালুর পাকা দেহ, আগাগোড়া বৃদ্ধ ;
কচি হ'ত পচা পাঁকে করে নিলে সিদ্ধ,
কাকী গেলে বাঁকীপুরে,—কাকা গেলে ঢাকাতে,
মাখাতেম চচ্চড়ি মোটরের চাকাতে।

পশুপতি বসুদের ওষুধের দোকানে
ভাই মোর গাই বেচে,—তাই যাই ওখানে।
গাই নয় ? তাই বটে, বেচে শুধু আল্‌না।
জোলো দুধ তোলো করে দেয় খালি জ্বাল, না ?
ভাই নয় ? তাই তো হে, সে যে হয় খোকা মোর !
গল্পটা বলি তবে শোনো তার বোকামোর।
বারো সের সারসের ঠোঁট নিয়ে বাঁ হাতে।
তেরো টিন কেরোসিন ঢালে খোকা তাহাতে।
রোজ ঢালে, ফাঁকতালে বেড়ে যায় ভরসা।
একদিন বর্ষাতে জামা প'রে ফরসা
একচোখো গোখরোর ষোলো সের খোলসে
গৌরের ময়ূরের পাখা ফেলে ম'লো সে।
গোখরোয় ছোবলায়,—ঠোকরায় পাখীতে,
লোক গেল জড়ো হয়ে অম্‌নি—না ডাকিতে।
কালো এল,—গোরা এল,—পালোয়ান শ্যাম সুর
আলোয়ান গায়ে এল ফিতে বেঁধে 'পাম্প্‌সু'র।
'পাম্প্‌সু'তে ফিতে নেই ? কথা কাটো, ঐতো।
একালেতে নেই বাপু, সেকালেতে হইত।

সেকালের সাথে নাকি একালের তুলনা ?
গল্প যা বলি শোনো,—বাজে কথা তুলো না।
গোখরোটা গেল মারা নখ দিয়ে পিষিতে।
ময়ূরেরে পুরে নিল জর্দার শিশিতে।
ফের তুমি হাসছো যে ? ভারী দেখি স্পর্ধা !
খোকা সবে হামা দেয়, খায় না সে জর্দা ?
বেশ, তবে তামাকের ক'লকে কে সাজিত ?
তাই তো হে, ছেলেটারে ভাত দেবো আজই তো !
'চেলি' হবে কিনে নিতে,—মালা হবে গাঁথাতে।
ভোলা মন, কোনো কিছু থাকে যদি মাথাতে !
দু'ছিলিম না টানিলে খোলে নাকো 'ব্রেন' যে।
দু'শো টাকা ধার দেবে ? যেতে চাই চেঞ্জে।

ঢ্যাঙাপানা রাঙাদাদা ডোঙা চড়ে ড্যাঙাতে,
ক্যাঙারুর ঠ্যাং খোঁজে স্যাঙাতেরে ঠ্যাঙাতে।
বাঁকা ক'রে নাকখানি থাকে যেন ন্যাকাটি।
রোদে বসে বোঁদে খায় গোদে বেঁধে প্যাঁকাটি।

ভাঙা দোলা টাঙিয়ে সে পাকুড়ের ডালেতে
কাঁকুড়ের খোসা ঘষে ঠাকুরের গালেতে।
খ্যাঁক্‌শিয়ালের ঝাঁক যায় যদি উড়িয়ে
ছ্যাঁক্ করে ছ্যাঁকা দেয় ট্যাঁক্‌ঘড়ি পুড়িয়ে।
এক খুরি দই খেয়ে ভ্যাঁক্ করে কাঁদে সে।
যাকে দ্যাখে প্যাঁক্ করে তুলে রাখে কাঁধে সে।
ছাত তার ভেঙে গেছে, টাকা নাই ছাইতে,—
'সাতক্ষীরে' যাবে তাই পাতক্ষীর খাইতে।

বিপদের পদ নেই, যেতে নারে পালিয়ে।
বিছুটির ছুটি নেই, তাই মারে জ্বালিয়ে।
বিরোধের রোধ নেই,—বিচারের চার নেই।
বিধাতার ধাতা নেই,—তাই তার মার নেই।

তবলার বোল

ধাধা কেটে ধাক্কেটে
তাকে রাখো নাক কেটে।
আক্কেল খুলে যাবে,
মক্কেল ভুলে যাবে।

খবর শুনেছো দাদা ?
পাটনা সহরে সার্ট না পরিয়া বাটনা বাটিতে বাধা,—
এ গুজব নাকি ভুল !
কবে শুনেছিনু কৈলাসে নাকি কই মাছ ভারী সস্তা,—
পয়সায় চারি বস্তা,
মিছে কথা বিলকুল !
লঙ্কায় সোনা তিরিশ টাকায় ভরি !
শুনে বিস্ময়ে মরি !
সাজাহান নাকি সাজা পান কভু ঘিয়ে ভাজা করে খাননি।
পান্না কিনিতে মান্নাবাড়ীর রান্নাঘরেতে যাননি !
বৈরাম খাঁর বই ছিল নাকো, রামপাখী শুধু খাইতেন,
পুঁইখাড়া ছুঁলে নাইতেন।
সংসারে আর টেঁকা হ'ল ভার,—শিবাজী সে বাজী ফেলিয়া
আওরংজেবে করেনি তুরুপ রঙের গোলাম খেলিয়া !
লড়াই করেছে স্রেফ,
বুকের উপর বর্ম বেঁধেছে পিঠে না বাঁধিয়া লেপ !
কত যে গুজব রটিয়েছে লোকে—বলছিনু তাই হাবুলে।
হিন্দুস্থানী ধৃতরাষ্ট্রের বিয়ে হয়েছিল কাবুলে !

কৃষ্ণ ছিলেন গুজরাতি রাজা সত্যি !
বাংলায় কথা কহিতে তাঁহার নাকীসুরে ঘোর আপত্তি ।
কালে কালে আরো কত কি যে হবে জানি নি ।
কালিদাস নাকি পশ্চিমী ছিল, পেশোয়ারী ছিল পাণিনি !
সিধে চোখে দেখি ঘুরছে সূর্য, বইয়ে লেখে নাকি ঘোরে না ।
কবে বা শুনিব ঘোষেদের শ্যামে 'রাম' বলে লোকে, মোরে না ।
স্কুলে জানি ছেলে পড়তেই যায়, সেথা আয়োজন খেলাবার !
আমরা বলেছি 'গুরু-বার' যারে, সে বা হবে কলে চ্যালা-বার ।
দেখে শুনে হনু হদ্দ !
এরপরে আর অবাক হব না, 'কাল' যদি হয় 'অদ্য' ।

দুপুর রাতে ভাবছে খোকা—নাইকো চোখে ঘুম,—
রাম-পাখী আর **সীতা**-ফলের পূজোয় কোথায় ধুম ?
কোন্ দেশেতে **বাবু**-তুল্‌সী **চা**-খড়ি খায় ক'সে ?
বুড়ী-কাপাস চরকা কাটে ঘরের কোণে বসে ?
হাপর-**মালী** বাগান কোপায় কোন্ সে নদীর ধারে ?
রাখাল-শশা চরায় গরু কোন্ সে মাঠের পারে ?
ডাকাত-পাতা সেইখানে কি লুকিয়ে থাকে ঝোপে ?
বক-ফুলেরা বিলের ধারে বেড়ায় মাছের লোভে।
সোনা-পোকার মুকুট মাথায়,—জরির জুতো পা'য়,—
ঘোড়া-মুগের পিঠে চ'ড়ে রাজার ছেলে যায় ?
সেই দেশে কি চাষারা সব **ক্ষেত**-পাপড়া চষে ?
গঙ্গা-ফড়িং বয়ে গিয়ে হিম-**সাগরে** পশে ?
শীতল জলে দলে দলে **কুমীর**-পোকা থাকে ?
নিশুত রাতে থেকে থেকে **শেয়াল**-কাঁটা ডাকে ?
সাঁঝে জ্বলে **আলোক**-লতা **শঙ্খ**-চিলের স্বরে ?
চোর-কাঁটারা চুরির লোভে বেড়ায় কেবল ঘুরে ?

বৌয়েরা দেয় **পান**-কৌটি সাজিয়ে **বাটা**-মাছে ?
বামুন-হাটি ছেলে পড়ায় লম্বা টিকি নাচে ?
বন-**চাঁড়ালের** মেয়েটিরে সবাই পাড়ে গালি।
সেই দেশে কোন্ পথে যাবে ভাবছে খোকা খালি।
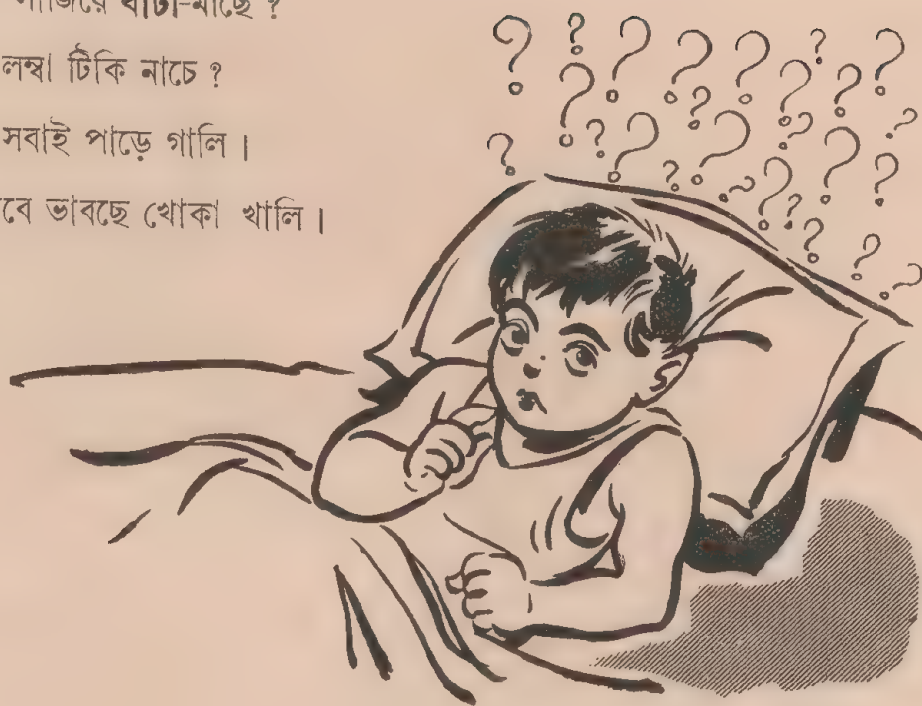
সহজ অর্থ

বাধা মানে 'বিঘ্ন', পোষা মানে 'নিঘ্ন'।
মহিষ মানে 'ন্যক্ষ', পাকুড় মানে 'প্লক্ষ'।
লজ্জা মানে 'ত্রপা', রাত্রি মানে 'ক্ষপা'।
ফাৎনা মানে 'তরণ্ড', প্যাঁটরা মানে 'করণ্ড'।
পাঠশালাতে গুরুমশাই শিখিয়ে দেছেন পরশু
ঘুঁটের আগুন মানে হচ্ছে সহজ কথায় 'কর্ষূ'।
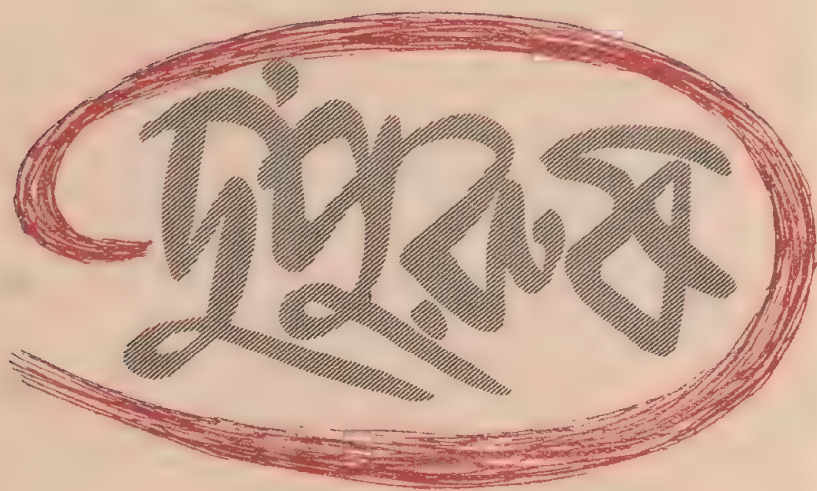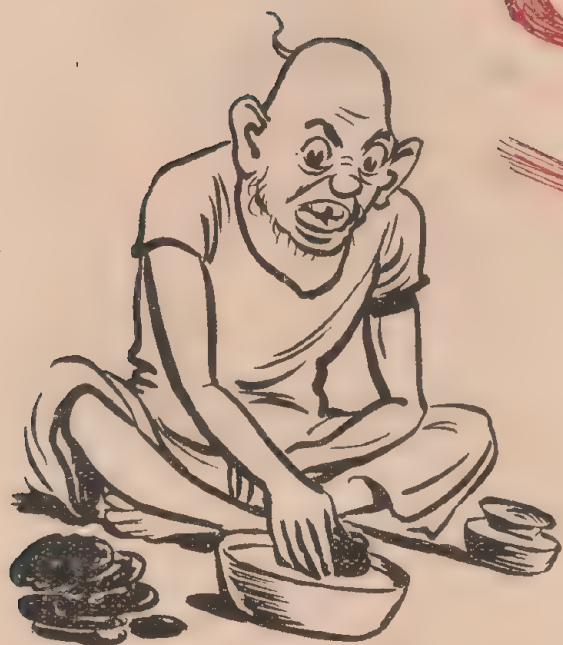
উদ্ভুটে ভুটিয়া, বাড়ী তার পুঁটিয়া,
ভোরে উঠে ঘুঁটে খায় দুধ দিয়ে ঘুঁটিয়া।
বুধবারে সুদ দেয়—দু'শো টাকা 'আনা'তে।
সরবতে ক্ষুদ মাখে পর্বত বানাতে।
ভাই তার বিদ্‌ঘুটে ছুটে ফেরে ঘুমিয়ে।
মুটে ডেকে সিঁদ কাটে দেখে নিয়ো তুমি এ।
চুরি করে চানাচুর, মিলে জ্ঞাতিগুষ্ঠি
জুটে পুটে লুটে আনে পেলে কারো 'কুষ্ঠি'।
ছেলে তার চিরকুটে, হাড়ে আর চামড়ায়।
দাঁতমুখ ছিরকুটে, ঘাড়ে উঠে কামড়ায়।
খায় না সে হেলে সাপ, খায় নাকো 'চার কোল'!
দুধ নয়, মধু নয়, খায় শুধু নারকোল।

নুলো নিধিরাম কুলো বেঁধে বলে পিঠে
“মূলো দিয়ে খাবো হুলো বেরালের পিঠে।”
ভুলোদা বলিল, “আরে,   সে কখনো হতে পারে ?
তার চেয়ে নুলো,   যাই চল্ ‘উলো’,   সকড়ি চুলোর ছাই
পরচুলো বেঁধে   তুলো দিয়ে রেঁধে   ধূলোয় বসিয়া খাই।

কচুখেকো পাঁচু পাঁচিলে পাঁচালি করে,
লাউমাচাটিতে ঝাউগাছ পুঁতে মরে।
রাজী পিসি বলে,   “না—না,   পাঁজিতে করেছে মানা ;
তার চেয়ে নয়   সের পাঁচ ছয়   ছিনে জোঁক আর কেঁচো
মাছের কান্‌কো আন্‌কোরা খেরো বেঁধে পুঁতে রাখ্ পেঁচো।”

বলতে গেলেই মন্দ শোনায়,—চুপ করে তাই থাকি।
চলতে আজো শিখলে নাকো,—আসল কাজেই ফাঁকি।

জন্মাবধি চলছো, বাপু, এতটা কাল মিছে ;
এক পা আজো সামনে পড়ে, এক পা পড়ে পিছে !

ব্যাং যে লাফায়, ঠ্যাংটা তাহার লক্ষ্য করে দেখো।
আর কিছু না শিখতে পারো—চলতে না হয় শেখো !

দু'টো পায়ে দড়ি বেঁধে আচ্ছা করে কসে
দাঁড়িয়ে যদি না পারো তো চলবে প্রথম বসে !

তাও যদি না হয় সুবিধা, করবে সুরু শুয়ে,
সাপের মতন এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাবে ভুঁয়ে !

সেটা যখন রপ্ত হবে, ভুল হবে না ভ্রমে,
মাছের চলন, ব্যাঙের চলন শিখবে তখন ক্রমে।

চিলের চলন শিক্ষা হলেই চলন শেখা সারা ;
মাটিতে পা পড়বে না আর ঘুমের সময় ছাড়া।

বন্ধু আমার 'হন্দুরাসের' এনেছে উপাধি—
কেঁচোর চলন,– জোঁকের চলন,—গেঁড়ির চলন আদি।

নানান রকম নূতন চলন নিত্য বেড়ায় চ'লে।
খাড়াও চলে,– বেঁকেও চলে,—যে দেখে সেই ভোলে।

তাহার কাছেই শিক্ষা নিয়ো ; লজ্জা যদি করে,
পিদিমেতে সলতে জেলে চলতে শিখো ঘরে।

অলক্ষণ
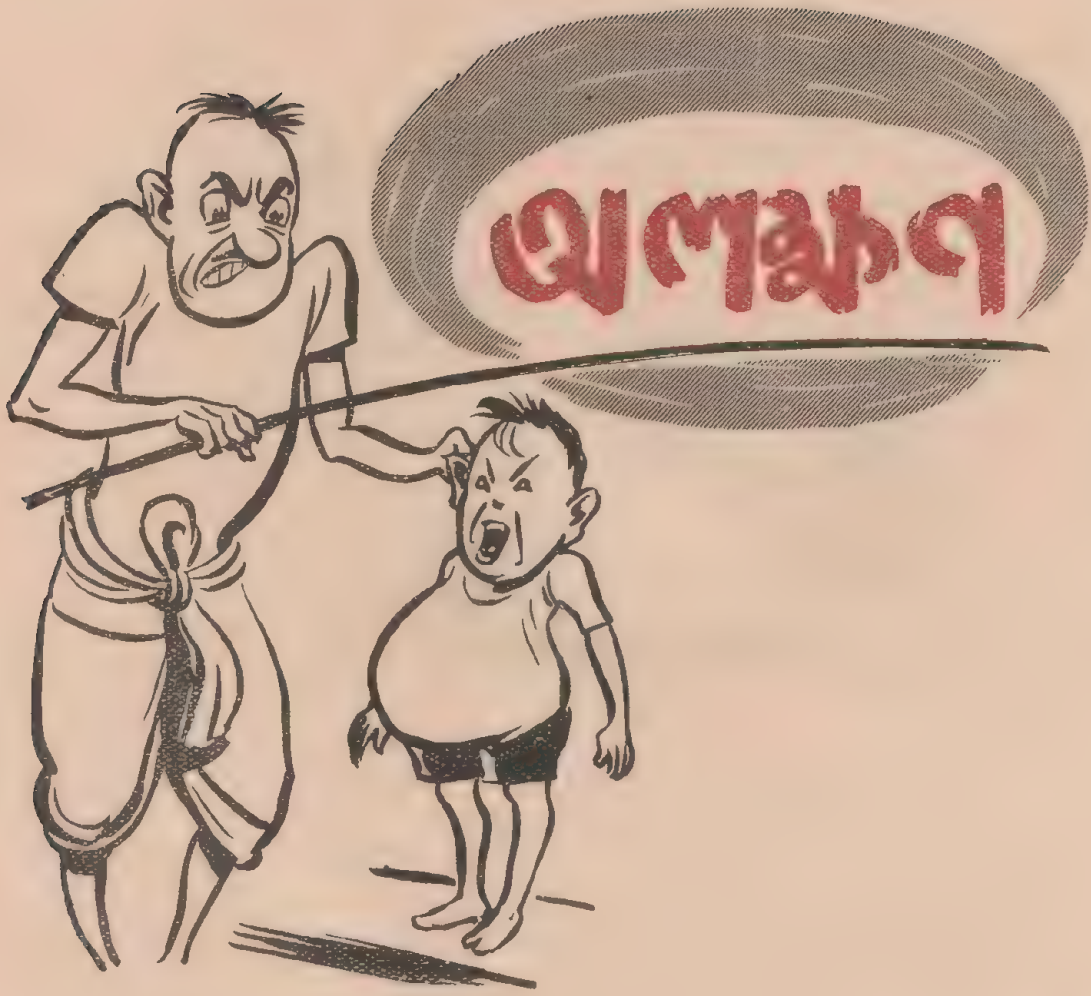
শনিবার সন্ধ্যায় সতেরোই 'মার্চে'
সাতকড়ি শাঁখারী সাত হাত বাঁখারি
ছেলেটার কান ধরে পটাপট্ মারছে।
পিলে তার পেল্লায়, ছেলে যত চেল্লায়
বাপ তারে মারে যেন তোপ পড়ে কেল্লায়।
বলে "ওরে ফোকলা, আখখুটে ডোকলা,
ওঠালি কেমন করে শাঁখাটার চোকলা ?

চোকলা উঠিয়েছিলি তাতে নেই দুখ্ খু,—
শুক্কুরবারে কেন ওঠালি নে মুখ্ খু ?
শনিবার বারবেলা শাঁখা ভেঙে সদ্য
কলেরায় মরেছিল কলুদের পদ্ম—
সে কথা কি মনে নেই ? শ্যামলাল সিঙ্গি
বিয়ে করে এনেছিল বৌ এক ধিঙ্গি ;
শনিবারে শাঁখা ভেঙে হল তার যক্ষা,
কিছুতেই সারলো না শেষে পেলে অক্কা।
তুই পাজি সেই শাঁখা ঘরে ভেঙে আজকে
পার পাবি ভেবেছিস ? ডেকে কবিরাজকে
ঐ শাঁখা গুঁড়ো করে রেখে দেবো পুড়িয়ে।
সোমবারে ডোম ডেকে মাথাখানি মুড়িয়ে

সেই শাঁখা পোড়া খেয়ে রোদে বসে ঘামলে
হয় তো বা এ দফাটা যেতে পারে সামলে।”
শাঁখারীর গিন্নী সে করছিল রান্না।
চচ্চড়ি চড়িয়ে, ঘড়া থেকে গড়িয়ে
চার ঘটি জল ঢেলে,—জুড়ে দিলে কান্না।
বুকমাথা চাপড়ে, বলে “ওরে বাপ রে,
পাঁচু তোরে লাগে বুঝি পাঁচীমার শাপ রে!
একে এই বিষ্টি, তাতে অনাছিষ্টি,
এক্ষুনি কে কোথায় দেয় বুঝি ‘দিষ্টি’!

ও পাড়ার ক্ষান্ত মন্তর জানতো ;
পেঁচো পাঁচী, ভূত প্রেত সব তারে মানতো।
ছিঁচকের ছ্যাঁকা দিয়ে সারিয়েছে লোককে ;
শাঁখা ভাঙা পায়ে ফুটে—দেখেছি স্বচক্ষে—
ষোলো দিন সোজা হয়ে পারেনি সে দাঁড়াতে !
সেই থেকে শাঁখা ভাঙা উঠে গেছে পাড়াতে।
মুখপোড়া ছেলে তোর দেখে দেখে রঙ্গ
ভয়ে মোর বুক কাঁপে, রাগে জ্বলে অঙ্গ।
আঁশবঁটি ধার করে—পয়সা না জুটলে—
বাঁশবেড়ে নিয়ে গিয়ে পাঁশপেড়ে কুটলে
তবে মোর রাগ যাবে।" এই বলে শেষটা
'দৃষ্টি' না লাগে যাতে করে তারি চেষ্টা।

খুন্তি পুড়িয়ে মাতা জলভরা চক্ষে
স্নেহভরে ছ্যাঁকা দিল পুত্রের বক্ষে।
শাঁখারীর বড় মেয়ে নাম তার মান্তা,
রোগা যেন প্যাঁকাটি, খড় পেতে এক আঁটি
ঢেঁকিশালে একা বসে খাচ্ছিল পান্তা।
ছুটে এসে বলে, "ওরে পাঁচকড়ি ভাই রে,
ছাঁচতলা ছেড়ে আয় চট্‌ করে বাইরে।
কাঁচকলা পোড়া খাবি নাচদোরে দাঁড়িয়ে,—
কোনো ভয় নেই তোর, আমি দেবো সারিয়ে।"
এই বলে শিলনোড়া, ঝাঁটা, কাঁচা রম্ভা
সমুখেতে রাখতেই পাঁচু দিলে লম্বা !

তাই দেখে চারিদিকে লেগে গেল হৈ-চৈ,
পাঁচকড়ি যত ছোটে, বলে—"আমি ভূত নই"—
তত তারে ঢ্যালা মারে মিলে দেশশুদ্ধ।
ঘরে গিয়ে দোর দিলে, বাপ তার ক্রুদ্ধ
দোর ভেঙে ঘরে ঢুকে মেরে দিলে শুইয়ে।
গোবরের জল দিয়ে বেশ করে ধুইয়ে
মা তাহারে কোলে নিয়ে বসে গেল কাঁদতে ;
বোন গেল চান করে মানকচু রাঁধতে।
সাতকড়ি রাত হলে নিয়ে এল বদ্যি ;
পাঁচদিন পরে তার পাঁচু পেলে পথ্যি।
কেউ দেয় গালাগালি, কেউ শাপমন্যি,
"শাঁখা ভেঙে বেঁচে গেছে,—ছেলে বটে ধন্যি !"

মণিরাম

মণিরাম মুন্সী, কোমরেতে ঘুন্সী।
নাক দিয়ে শাক খায় ; কনুয়ের ধাক্কায়
ঢিপি ভেঙে উই ধরে। মই দিয়ে সই করে।
যত চলে হেঁটে সে, তত হয় বেঁটে সে।

গায়ক

কুলবাগানের কালু কাহার দু'কানই তার কালা,
কুলুঙ্গিতে লুঙ্গি প'রে বাজায় বসে থালা।

একটি করে থালা ভেঙে এদিক ওদিক চায়!
সাতটি কুলো কুলুৎ কলাই কোঁৎ করে সে খায়।

জেলেবাড়ীর কেলে কুকুর, বামুনবাড়ীর 'বুনো'—
বেণে বাড়ীর বেঁড়ে বেরাল,—কায়েৎবাড়ীর 'কুনো',
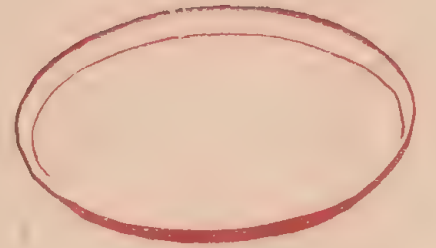
ধোপার গাধা, কলুর বলদ, কালুর গাজন শুনি'
মহোৎসাহে জুটে গেছে যেথায় যত গুণী।

দু'পাশে দুই কটকটে ব্যাং কুলুপ দিয়ে আঁটা ;
সবাই মিলে গান ধরেছে ভাবলে কাঁপে গা-টা।

যতই কাঁদো, যতই কাটো, শুনবে নাকো তারা।
সাতটি থালা ভাঙলে তখন গাজন হবে সারা।

রাতের বেলায় হাতের ব্যথায় কাতর হয়ে যাবে।
আতর দিয়ে ভেজে কালু পাথরকুচি খাবে।

পঁচিশ গণ্ডা পায়রা নিয়ে   আমার যে কি হায়রানি এ,
তোমরা সে তা কেমন করে বুঝবে ?

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরি হরি"   দিবারাত্র চেঁচিয়ে মরি,
ওরা কেবল ক্ষুদের কুঁড়োই খুঁজবে।

এত খাওয়াই, এত পড়াই,—শেষ হল ধান একটি মরাই,
একটি কথা শেখারও নেই চিহ্ন।

মুক্ষি, লোটন, কালো, সাদা,—সব কটা কি সমান হাঁদা।
নেইকো কথা 'বকম, বকম' ভিন্ন !

দিদির আমার ভাগ্য ভালো,   শুঁটকো বেঁটে ছোট্ট কালো

পুষেছিল একটি মাত্র ময়না,

বসে খাঁচার ভিতর থেকে—যা শোনে তাই আপনি শেখে,

মারতে ধরতে কিছুই করতে হয় না।

ডিমকাণা

রাতকাণা রাতে মেলে, হাটকাণা হাটেতে।
ডিম-কাণা দেখে এনু নিমতলা ঘাটেতে।
নাম ভারী গ্রামে তার,—দেহখানি তে-হারা।
গাম্ভারী কাঠে শুয়ে গ্রাম্ভারী চেহারা।
গাড়ী দ্যাখে, নাড়ী দ্যাখে কুঁচকিয়ে ভুরু সে ;
দেখে কেউ বলবে না কাণা কোনো পুরুষে।
হাত দ্যাখে, ছাত দ্যাখে, দ্যাখে চড়, চিমটি।
আর সবই দ্যাখে—শুধু দ্যাখে না সে ডিমটি।